

সূত্রঃ এলপিগিজ/জাঃমঃ/আবেদন/০০৩

তারিখঃ ২৬ অক্টোবর, ২০২১ ইং

বরাবর
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী,
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ,
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

বিষয়ঃ ভোক্তাপর্যায়ে অটোগ্যাসের মূল্যহার থেকে মুসক প্রত্যাহারের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এ সুপারিশের জন্য এবং বিকল্প জ্বালানী সিএনজি'র বিক্রয়মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য সরকার কর্তৃক ভর্তুকী প্রদানের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

যথাবিহীত সম্মানপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, যানবাহনে অকটেন, পেট্রোল ও ডিজেলের পরিবর্তে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (অটোগ্যাস) একটি পরিবেশবান্ধব বিকল্প জ্বালানি হিসাবে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। যানবাহনে অটোগ্যাস ব্যবহারের ব্যয় অকটেন/পেট্রোলের তুলনায় অর্ধেক। অন্যদিকে দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ কমে যাওয়ায় সারাদেশে গ্যাসের সংকট দেখা দিয়েছে। উক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে সরকার ইতিমধ্যে যানবাহনে পেট্রোল, অকটেন ও সিএনজি ব্যবহারের পরিবর্তে এলপিগিজ ব্যবহারে উৎসাহিত করেছেন।

সারাদেশে প্রায় ৪০০টিরও অধিক এলপিগিজ অটোগ্যাস স্টেশন স্থাপিত হয়েছে এবং আরো ২০০টি নির্মাণাধীন আছে। বিকল্প জ্বালানি হিসাবে সিএনজি এর পাশাপাশি এলপিগিজ ব্যবহার শুরু হওয়ায় প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর চাপ কমেতে শুরু হয়েছে। অপরদিকে যেখানে সিএনজি গ্যাসের সুবিধা নেই সে সমস্ত এলাকায় এলপিগিজ স্টেশন চালু হওয়ায় জ্বালানী সাশ্রয়ী হিসাবে এলপিগিজের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে সারাবিশ্বে এলপিগিজ'র মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এর প্রভাব আমাদের দেশেও পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে যানবাহনে এলপিগিজ ব্যবহারে অনুৎসাহিত হচ্ছে, সরকারের লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে এবং এলপিগিজ অটোগ্যাস স্টেশন ব্যবসা অনিশ্চয়তার দিকে ধাবিত হচ্ছে। সেই সাথে এই সেক্টরে বিনিয়োগকৃত প্রায় ৫০০ কোটি টাকা ঝুঁকির মধ্যে আছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) অক্টোবর-২০২১ এর সৌদি সিপি'র ভিত্তিতে অক্টোবর-২০২১ এর জন্য ভোক্তাপর্যায়ে অটোগ্যাসের বিক্রয়মূল্য ৫৮.৬৮ টাকা/লি. নির্ধারণ করেছে। অপরদিকে, বিকল্প জ্বালানী সিএনজি প্রতি ঘনমিটার ৪৩ টাকা করে বিক্রয় হচ্ছে। ফলে এলপিগিজ'র গ্রাহকগণ পুনরায় সিএনজি'তে তাদের যানবাহনগুলো রূপান্তর করছে। অটোগ্যাস স্টেশনগুলো মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য এলপিগিজ অটোগ্যাসের বিক্রয়মূল্য অন্যান্য বিকল্প জ্বালানীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া অতীব জরুরী।

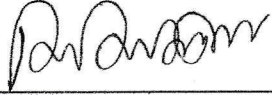


আমরা অবগত আছি যে, যানবাহনের অন্যান্য জ্বালানীর উপর সরকার কোনো মুসক আরোপ করে নাই। কিন্তু অটোগ্যাসের মজুতকরণ এবং বোতলজাতকরণ পর্যায়ে ৫% এবং ব্যবসায়ী পর্যায়ের ২% মুসক আরোপ করা হয়েছে যা অটোগ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ। এই মুসক প্রত্যাহারের জন্য আমরা জোর দাবী জানাচ্ছি।

গত ২০১৬ সাল হতে অদ্যবধি অটোগ্যাস মার্কেট যাচাই করলে দেখা যায় যে, ভোক্তাপর্যায়ে অটোগ্যাসের বিক্রয়মূল্য সর্বোচ্চ ৫০/- টাকা/লি. পর্যন্ত ভোক্তাদের নিকট সহনীয়। সুতরাং, অটোগ্যাসের বিক্রয়মূল্য ৫০/- টাকা/লি. এর বেশী হলে আমরা ৫০/- টাকা/লি. ঠিক রেখে সরকার থেকে ভর্তুকী প্রদানের দাবী করছি।

সেহেতু, এলপিগ্যাস সেক্টরের উন্নয়নের বিষয়টি সরকার অতীব গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করছে, সেহেতু এই সেক্টরের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের স্বার্থে অটোগ্যাসের বিক্রয়মূল্যের সাথে সংযোজিত ভ্যাট প্রত্যাহারের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এ সুপারিশের জন্য এবং বিকল্প জ্বালানী সিএনজি'র সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য সরকার কর্তৃক ভর্তুকী প্রদানের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে মহোদয়ের একান্ত মর্জি হয়।

বিনীত নিবেদক



মোহাম্মাদ সিরাজুল মাওলা
সভাপতি

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সিনিয়র সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
২. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন, টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা), ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
৩. সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
৪. প্রেসিডেন্ট, কনজুমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), ৮/৬ সেগুনবাগিচা, ঢাকা।